

বষ্টি করণ বা ভদ্রা করণ

জ্যোতিষশাস্ত্রে বষ্টি করণ (ভদ্রা নামেও পরচিত্তি) অত্যন্ত অশুভ ও অকার্যকর হসিবে গণ্য হয়। এই করণে জন্ম নলিে ব্যক্তি উচ্চাভিলাষী ও চতুর হয়,, তবে অনতৈকি কাজরে প্রবণতা, বদনাম এবং বিবাহিত্তি জীবনে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। এটি অশুভ যোগ হসিবে পরচিত্তি, তাই নতুন বা শুভ কাজরে জন্ম এই সময় এড়িয়ে চলা উচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে বষ্টি করণ, যা ভদ্রা নামেও পরচিত্তি, সাধারণত একটি অশুভ সময় হসিবে গণ্য করা হয়।

বৈদিকি পঞ্জাঙ্গরে 11টি করণরে মধ্যে এটি সপ্তম অবস্থানে থাকে এবং এর অধিপতি হলেন শনি।

বষ্টি করণ বা ভদ্রা করণরে মূল ফলাফল:-----

1. অশুভ সময়:

a) বষ্টি করণকে "মৃত্যু করণ" বলা হয়,, যা কোনো শুভ বা মাঙ্গলিকি কাজরে জন্ম উপযুক্ত নয়।

b) শুভ কাজে নিষিদ্ধোজ্ঞা--> বষ্টি করণ চলাকালীন শুভ কাজ যমেন বিবাহ, গৃহপ্রবেশে, নতুন ব্যবসা বা যাত্রা বর্জন করা উচিত।

2. ব্যক্তিত্বরে বৈশিষ্ট্য: যাদরে জন্ম এই করণে, তারা সাধারণত নির্ভীক, স্পষ্টবাদী এবং কিছুটা রাগী স্বভাবরে হন। অনেকে ক্ষেত্রে তারা অনতৈকি কাজরে দিকে সহজেই আকৃষ্ট হতে পারেন এবং শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা থাকে।

3. চরিত্র ও আচরণ: এই করণে জন্মগ্রহণকারীরা সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়ি হলেও, তাদের মধ্যে অনতৈকি কাজরে দিকে ঝুঁকি পড়ার প্রবণতা থাকতে পারে।

4. কর্মক্ষেত্রে ও অর্থ: এই জাতকরা কঠোর পরিশ্রমী হন এবং চকিত্তিসার সরঞ্জাম বা ওষুধ সংক্রান্ত ব্যবসায় ভালো উন্নতি করতে পারেন। তবে অনেকে সময় ভুল পথে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় সামাজিকি সম্মানহানি ঝুঁকি থাকে।

5. স্বাস্থ্য ও সম্পর্ক: বষ্টি করণরে প্রভাবে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অশান্তি দেখা দিতে পারে।

6. ব্যক্তিগত জীবন: এদের চারিত্রিকি অবশ্বিস্ততার কারণে বিবাহিত্তি জীবনে কলহ বা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

7. বষ্টি করণরে প্রতিকাররে প্রধান উপায়সমূহ: বষ্টি করণরে অশুভ প্রভাব কমাতে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী সতর্কতামূলক প্রতিকার গ্রহণ করা যতে পারে। এই করণরে নেতিবাচক প্রভাব কমাতে বষ্টি করণ শান্তি পূজা বা ভগবান শিবরে

উপাসনা করা ফলদায়ক হতে পারে ।

- a) ভদ্রা শান্তি পূজা: কোনো শুভ কাজ করার আগে বষ্টি করণে অশুভ প্রভাব কাটাতো পণ্ডিতেরে পরামর্শে বিশেষে 'ভদ্রা শান্তি' পূজা বা অনুষ্ঠান করা ।
- b) শবি আরাধনা: শবিরে পূজা করা এবং মহাদেবকে জল নবিদেন করা বষ্টি করণে অশুভ প্রভাব কমানতে অত্য়ন্ত কার্যকর বলে বিশ্বাস করা হয়।
- c) দান ধ্যান: বিশেষে করে বুধবার বা ভদ্রা চলাকালীন অভাবী মানুষকে সবুজ শাকসবজি, মুগ ডাল বা কাপড. দান করা উচিত।
- d) মন্ত্র জপ: শবি বা শবি-পার্বতী সম্পর্কতি মন্ত্র জপ করা মনে স্থরিতা আনে এবং অশুভ প্রভাব দূর করে ।
- e) গোসবো: বুধবারে গোমাতাকে সবুজ ঘাস বা ভজিনাে সবুজ মুগ ডাল খাওয়ালে নতেবিচক প্রভাব প্রশমতি হয় ।
- f) সতর্কতা ও শুভ সময়: বষ্টি করণে নতুন কোনো কাজ শুরু না করে, করণে প্রভাব শেষে হওয়ার পর শুভ মুহূর্ত দেখে কাজ শুরু করা ।
- g) বষ্টি করণে জন্মগ্রহণ করলে বা কাজ করতে গেলে এই প্রতিকারগুলো অনুসরণ করলে ভালো ফল পাওয়া যায় ।

8. ইতবিচক দকি: ধ্বংসাত্মক কাজ বা শত্রুকে দমনেরে মতো কঠনি কাজেরে জন্য এই সময়টকি উপযুক্ত মনে করা হয় ।

9. এই করণটি সূর্য কন্যা এবং শনি বোন হিসিবে পরচিত্তি, তাই একে উপকেষা করা বা বিশেষে সতর্কতা মনে চলা উচিত।

10. বষ্টি করণ যখন চলে, তখন এটি একটি সতর্কতার লক্ষণ, তাই এই সময় ধরৈয ধারণ করা এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদ্দিধান্ত না নোয়াই শ্রযে।